

সংযম ও আত্মশুদ্ধিতে

# রমজানের সপ্তগাত

মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী



গার্ডিঘান

পা ব লি কে শ ন স

# সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	১৩
শবেবরাত	
শবেবরাতে কী হয়	১৪
শবেবরাত সম্পর্কীয় আহকাম ও মাসায়েল	১৫
শবেবরাতে প্রচলিত বিদআতসমূহ	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	
রমজানের পূর্বপ্রস্তুতি : পথ ও পাথেয়	২১
রমজান পর্যন্ত হায়াতের দুআ	২১
রমজানের প্রস্তুতি	২৩
<b>রমজানের গুরুত্ব ও ফজিলত</b>	<b>২৯</b>
রমজান, সাওম-সিয়াম ও রোজার অর্থ	২৯
রোজার মূল উদ্দেশ্য তাকওয়া	২৯
তাকওয়ার পরিচয়	৩১
তাকওয়া ও রোজার ফায়দা	৩১
রোজার ফজিলত, মাহাত্ম্য ও সওয়াব সম্পর্কে	৩৬
হাশরের মাঠে রোজা ও কুরআনের সুপারিশ	৩৬
রোজার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ দেবেন	৩৭
আল্লাহ তায়ালা রোজাদারদের পানি পান করাবেন	৩৯
রোজা জান্নাত লাভের পথ	৩৯
রোজাদারের দুআ কবুল হয়	৩৯
পেছনের সকল গুনাহ মাফ	৪০
উম্মতে মুহাম্মাদির বিশেষ বৈশিষ্ট্য	৪০
রমজানে যারা বদদুআ পায়	৪১
হাদিসে নববিতে রমজানের সারগর্ভ	৪১
<b>আপনি কীভাবে রমজান কাটাবেন</b>	<b>৪৩</b>
আকাবিরদের রমজান	৪৩

বুজুর্গির মাপকাঠি	৪৩
নবিজির উৎসাহ প্রদান	৪৩
রমজান মাসে নবিজির দৈনিক আমল	৪৪
আমরা কীভাবে রমজান কাটাব	৪৪
একটি সুন্দর রমজান কাটানোর জন্য করণীয়	৪৫

### রমজান ও খতমে কুরআন ৫৫

রমজান ও কুরআন	৫৫
রমজানে সব ইবাদতের সওয়াব বেশি	৫৯
রমজানে সালাফদের তিলাওয়াত	৬০
খতমে কুরআনের নির্দিষ্ট দুআ পড়া	৬১

### রমজানের মাসায়েল ৬২

চাঁদ দেখাসংক্রান্ত মাসয়ালা	৬২
নতুন চাঁদ দেখার দুআ	৬২
রোজার নিয়ত	৬৩
সেহরি	৬৪
ইফতার	৬৫
ইফতারের দুআ	৬৬
মেজবানের ঘরে ইফতারের পর দুআ	৬৬
কাফফারা	৬৬
যেসব কারণে রোজা কাজা ও কাফফারা উভয়টি জরুরি	৬৭
কাফফারা আদায়ের পদ্ধতি	৬৮
রোজা ভঙ্গের কারণসমূহ	৬৯
যেসব কারণে রোজা ভাঙে না, ক্ষতিও হয় না	৭০
যেসব কারণে রোজা মাকরুহ হয়	৭২
যেসব কাজ রোজাদারের জন্য মাকরুহ নয়	৭৪
রোজার কিছু আধুনা মাসায়েল	৭৪
স্থান পরিবর্তনে রোজার ব্যাপ্তি পরিবর্তন ও করণীয়	৭৬
মহিলাদের হায়েজ নিয়ন্ত্রণে ওষুধ	৭৭
রমজানে মেডিকেল টেস্ট ও ওষুধ ব্যবহার	৭৭
যাদের জন্য রোজা না রাখার অনুমতি আছে	৭৮
ফিদিয়া	৮০

শাওয়াল মাসের রোজা	৮১
তৃতীয় অধ্যায়	
তারাবির নামাজ ও খতমে কুরআন	৮২
তারাবির নামাজের হুকুম ও ফজিলত	৮২
‘তারাবি’ বলে নামকরণের কারণ	৮৪
তারাবির নামাজের রাকাত সংখ্যা	৮৫
২০ রাকাতের দলিল	৮৬
চার মাজহাবের ইমামের অভিমত	৮৮
বিবাদের চেয়ে আমল উত্তম	৯২
তারাবির নামাজে দুই বা চার রাকাত পর নির্দিষ্ট দুআ পড়া	৯৬
তারাবি নামাজে তাড়াহুড়া অনুচিত	৯৭
খতমে কুরআনের নির্দিষ্ট দুআ	৯৮
তারাবির মাসায়েল	৯৮
চতুর্থ অধ্যায়	
ইতেকাফ : ফাজায়েল ও মাসায়েল	১০১
ইতেকাফ কাকে বলে	১০২
ইতেকাফের ফজিলত	১০২
কেন করব ইতেকাফ	১০৪
ইতেকাফে পালনীয় আমলসমূহ	১১০
পরিহার্য কাজসমূহ	১১২
শেষ দশকে লক্ষণীয় দশ	১১৪
ইতেকাফের স্থান	১১৬
ইতেকাফের আদব	১১৭
ইতেকাফের প্রকারভেদ	১১৭
ইতেকাফের রুকন	১১৭
মসজিদের সীমানা বলতে কী বোঝায়	১১৭
কী কী কারণে বের হওয়া জায়েজ	১১৮
ইতেকাফ ভাঙার কারণ	১১৯
কখন ইতেকাফ ভাঙা জায়েজ	১১৯
ইতেকাফ ভেঙে গেলে করণীয়	১১৯
মহিলাদের ইতেকাফ	১২০

পঞ্চম অধ্যায়

লাইলাতুল কদর বা লাইলাতুল কদর	১২১
লাইলাতুল কদর শুধু উম্মতে মুহাম্মাদিকে দেওয়া হয়েছে	১২১
লাইলাতুল কদর শুধু উম্মতে মুহাম্মাদিকে দেওয়ার কারণ	১২১
লাইলাতুল কদরের ফজিলত	১২২
লাইলাতুল কদরে ফেরেশতাদের অবতরণ	১২৩
হাজার মাসের চেয়ে উত্তম	১২৩
মাগফিরাতে লাইলাতুল কদর	১২৪
লাইলাতুল কদরের ইবাদত থেকে বঞ্চিতরা বড়োই হতভাগ্য	১২৬
লাইলাতুল কদরে কীভাবে রাত জাগবে	১২৭
লাইলাতুল কদরের দুআ	১২৭
লাইলাতুল কদরে সারা রাত জাগা জরুরি নয়	১২৭
লাইলাতুল কদর গোপন রাখার রহস্য	১২৯
অন্য অনেক বস্তুর মতোই গোপন	১৩০
সমাজে প্রচলিত লাইলাতুল কদরের কিছু রুসম ও বিদআত	১৩১

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাকাতের গুরুত্ব ও মাসায়েল	১৩২
যাদের ওপর জাকাত ফরজ	১৩৫
যেসব জিনিসের ওপর জাকাত ফরজ হয়	১৩৫
নিসাবের বিবরণ	১৩৬
অলংকারের জাকাত	১৩৭
স্বামী-স্ত্রীর জাকাতের হিসাব ভিন্ন ভিন্ন	১৩৭
যেসব জিনিসের ওপর জাকাত ফরজ নয়	১৩৮
ঋণ ও পাওনা প্রসঙ্গ	১৩৮
কীভাবে জাকাত দিতে হবে	১৪০
জাকাত আদায়ে নিয়ত ও প্রাসঙ্গিক বিষয়	১৪১
শেয়ারবাজারের ক্ষেত্রে করণীয়	১৪৩
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট	১৪৪
ব্যাংক গ্যারান্টি মানি	১৪৪
ব্যাংক লোন	১৪৪
বায়নানামার টাকা	১৪৫

ব্যবসায়িক পণ্যের কোন মূল্য ধর্তব্য	১৪৫
বিক্রিত পণ্যের বকেয়া টাকার জাকাত	১৪৫
জাকাত ব্যয়ের খাত	১৪৬
যেসব খাতে জাকাত ব্যয় করা যাবে না	১৪৭
যেসব আত্মীয়দের জাকাত দেওয়া বৈধ নয়	১৪৮
ঋণকে জাকাত বাবদ কর্তন করা	১৪৮
কর্মসংস্থানে জাকাত	১৪৮
চিকিৎসায় জাকাত	১৪৯
জাকাত ট্যাক্স নয়	১৪৯
জাকাত থেকে বাঁচার অপকৌশল	১৪৯

### ফিতরা : ফাজায়েল ও মাসায়েল ১৫০

ফিতরা কার ওপর ওয়াজিব	১৫০
রোজার পূর্ণতা অর্জনে ফিতরা	১৫০
ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার দুটি যুক্তি	১৫১
ফিতরা উপাদান ও পরিমাণ	১৫২
ফিতরার উত্তম উপাদান	১৫২
ফিতরার মাসায়েল	১৫৩

### সপ্তম অধ্যায়

#### দুই ঈদ : করণীয় ও বর্জনীয়

ঈদের রাতের ফজিলত ও গুরুত্ব	১৫৪
ঈদের রাতের ইবাদত	১৫৬
ঈদের রাতসমূহের অবমূল্যায়ন	১৫৬
ঈদুল ফিতর দিনের সুন্নাতসমূহ	১৫৮
ঈদে আনন্দের নামে সীমালঙ্ঘন	১৫৯
পর্দাহীনতা, বেহায়াপনা ও গানবাদ্য	১৬০

### অষ্টম অধ্যায়

#### নফল নামাজসমূহ

নফল নামাজের গুরুত্ব	১৬১
কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ	১৬২
কিয়ামুল লাইল সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস	১৬৩
তাহিয়্যাতুল অজু	১৬৮

তাহিয়াতুল মসজিদ	১৬৮
ইশরাক	১৬৯
চাশত	১৭০
দোহা আর ইশরাক কি এক নামাজ	১৭১
আওয়াবিন	১৭১
তওবার নামাজ	১৭২
সালাতুল হাজত	১৭২
ইস্তেখারার নামাজ	১৭৩
ইস্তেখারার দুআ	১৭৪
সালাতুত-তাসবিহ	১৭৪

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# রমজানের পূর্বপ্রস্তুতি : পথ ও পাথেয়

হিজরি বর্ষপঞ্জিকায় ১২টি চন্দ্রমাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাস রমজান। এটা মুমিনদের জন্য বরকতময় ইবাদতের মৌসুম। আল্লাহর নৈকট্যলাভের এক উত্তম সময়।

কৃষকদের কাছে ফসল কাটার মৌসুম সবচেয়ে আনন্দের। সারাটি বছর সে এ সময়ের জন্য সশ্রম অপেক্ষা করে। তদ্রূপ একজন মুমিনের কাছে রমজান হলো ফসলের ভরা মৌসুম। সাধারণ সময়ের তুলনায় রমজানে ইবাদতের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়।

রহমত, বরকত, ক্ষমা-মাগফিরাত, সবর, শোকর ও ইবাদতের বার্তা নিয়ে রমজান আসে আমাদের দোরগোড়ায়। রমজানের রোজা ইসলামের মূল স্তম্ভসমূহের অন্যতম একটি, যাকে মুমিনদের জন্য ফরজ করা হয়েছে। রমজান আসে মাগফিরাতের দ্বার উন্মোচিত করতে। রমজান আসে পাপ-পঙ্কিলতা দূর করে মুমিন জীবনকে বিশুদ্ধ ও সুশোভিত করার তরে। জাহান্নামিদের মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশের বার্তা দেওয়ার জন্য রমজানের আগমন। কোনো কাজের প্রস্তুতি ছাড়া ভালোভাবে তা সম্পন্ন করা যায় না। তাই রমজান আসার আগেই আমাদের পথ ও পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

### রমজান পর্যন্ত হায়াতের দুআ

রমজানের এত গুরুত্ব থাকার কারণে এর প্রস্তুতি নেওয়ার একটা ব্যাপার আছে। প্রস্তুতি ছাড়া কোনো কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন হয় না। ‘শাবান’ মাসকে বলা হয় রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণের মাস। রমজানের পরে শাবান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা.) সবচেয়ে বেশি রোজা রাখতেন। আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাই, পৃথিবীতে বৃষ্টি হওয়ার আগে একটা ঠান্ডা বাতাস বইতে থাকে। এই বাতাসটা হলো রহমতের বৃষ্টির আগমনি বার্তা। সাথে সাথে যেন ঘোষণা করে যায়— আসছে সেই বৃষ্টি, যার প্রতীক্ষা করছিল মানুষ। তেমনি রমজান হলো সেই মাস, যার জন্য প্রতীক্ষা করে মুত্তাকি বান্দাগণ। রমজানের দুই মাস আগে থেকেই রাসূল (সা.) দুআ করতেন—

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

‘হে আল্লাহ! আমাদের রজব ও শাবান মাসে বরকত দান করো এবং রমজানে আমাদের পৌঁছাও।’



অনেক সালাফ তো ছয় মাস আগে থেকেই দুআ শুরু করতেন। বিশিষ্ট তাবেয়ি মুআল্লা ইবনে ফজল (রহ.) বলেন—‘তাবেয়িগণ রমজানের ছয় মাস আগ থেকেই দুআ করতেন, আল্লাহ যেন তাঁদের রমজান মাস পর্যন্ত পৌঁছে দেন। এরপর রমজান মাস চলে গেলে পরের ছয় মাস দুআ করতেন, যেন রোজা কবুল করে নেন।’<sup>১</sup>

অনেক তাবেয়ি এভাবেও দুআ করতেন—

اللَّهُمَّ قَدْ أَظْلَمْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَحَضَرَ فَسَلِّمْهُ لَنَا وَسَلِّمْ نَالَهُ، وَأَرْزُقْنَا صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ، وَأَرْزُقْنَا فِيهِ الْجِدَّ وَالْاجْتِهَادَ وَالنَّشَاطَ، وَأَعِزَّنَا فِيهِ مِنَ الْفِتَنِ-

হে আল্লাহ! আমাদেরকে রমজানে উপনীত করুন। তাকে আমাদের কাছে উপস্থিত করুন এবং আমাদেরকে উপস্থিত করুন তার মাঝে। তাতে রোজা রাখার, কিয়ামুল লাইলের এবং একগ্রহতা, পরিশ্রম ও উদ্যমের সাথে ইবাদাতে আত্মনিয়োগের তাওফিক দিন। আর তাতে আমাদেরকে সব ধরনের ফিতনা থেকে রক্ষা করুন।

আবার ইচ্ছে করলে এ দুআও পড়া যায়—

اللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي رَمَضَانَ وَسَلِّمْ لِي رَمَضَانَ وَتَسَلِّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا-

হে আল্লাহ! আমাকে রমজানে পৌঁছে দিন এবং রমজানকে আমার কাছে উপনীত করুন। আর তার (রোজা ও কিয়াম)কে আমার পক্ষ থেকে কবুল করুন।<sup>২</sup>

নেক হায়াতের দুআ সব সময়ই করা যায়। বিশেষত রমজানের ছয় মাস অন্তত দুই মাস আগে বারবার এ দুআ করা যেতে পারে। কারণ, রমজান হলো অব্যাহত রহম ও ক্ষমার মাস। বিশেষত আল্লাহর দরবারে এই আরজু পেশ করা—আপনার রহমতে এতদিন বাঁচলাম আর দুটো মাস বাঁচলে তো রমজান পেয়ে সৌভাগ্যবান হতে পারি।

## রমজানের প্রস্তুতি

রমজানের আত্মশুদ্ধিমূলক প্রস্তুতি দুই রকমের হয়—শারীরিক ও মানসিক। কেননা, রোজা এমন একটি ইবাদত—যার জন্য শারীরিক ত্যাগ ও মানসিক দৃঢ়তা তথা ঈমানি মনোবল প্রয়োজন। শারীরিক কোনো সমস্যা থাকার দরুন ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হলে রমজানের আগেই তা করা উচিত। পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কোনো ঝামেলা থাকলে রমজানের আগেই তা সমাধান করে নেওয়া জরুরি। যাতে একনিষ্ঠচিত্তে নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে সঁপে দেওয়া যায়। সমস্যাগুলো সমাধান না হলে তো কেবল ফরজ রোজা রাখাই মুশকিল; নফল ইবাদত করা আরও কষ্টকর। অনেকে রমজানের অর্ধেক সময় কেবল কেনাকাটা

<sup>১</sup> (শুআবুল ঈমান : ৩৫৩৪; মুসনাদে আহমাদ : ২৩৪৬) ইবনে রজব হাম্বলি (রহ.) রচিত : লাভায়েফুল মাআরেফ, খ.-১, পৃ.-১৪৮

<sup>২</sup> موارد الظمان لدروس الزمان. خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وأداب وأخلاق حسان ۱-۱, পৃ. ৩৩৮

করেই কাটিয়ে দেয়। ফলে ইবাদত করার সময় পায় না। সুতরাং যাবতীয় ঝামেলা রমজানের আগেই শেষ করা উচিত। এটাই রমজানের মূল প্রস্তুতি। রমজানের মতো গুরুত্বপূর্ণ মাস জীবনে কয়বায় পাবে মানুষ!

রমজানকে স্বাগত জানানোর জন্য মিছিল ও র্যালি করার প্রচলন শুরু হয়েছে। এভাবে স্বাগত জানানোর মধ্যে বিশেষ কোনো ফজিলত নেই; বরং পুণ্য কাজের প্রস্তুতির মাধ্যমে স্বাগত জানাতে হবে। সারা বছরের সাধারণ রুটিনের চেয়ে রমজানের রুটিন একটু ভিন্ন হওয়া চাই। সাধারণত অন্যান্য মাসে দুনিয়াবি কাজের ব্যস্ততা থাকে বেশি। তাই রমজানের রুটিনে ইবাদতের জন্য একটু বেশি সময় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এটাই প্রকৃত প্রস্তুতি ও স্বাগত জানানোর পদ্ধতি।

শুধু সালফে সালেহিন নয়; বরং নিকট অতীতের বুজুর্গদের জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই—বৃদ্ধ বয়সেও তাঁরা যেভাবে রমজান কাটিয়েছেন, যেভাবে ইবাদত করেছেন, তা অনন্য অতুলনীয়।

একটি সুন্দর রমজান আমাদের কাম্য, আমাদের পরম আরাধ্য। আমরা চাই সুন্দর একটি রমজান কাটাতে। দুনিয়া তো দারুল আসবাব। উপকরণ দিয়ে সবকিছু হয়। আর মানুষের মনও ধাবিত হয় উপকরণের প্রতি। যথেষ্ট উপকরণ থাকলে হৃদয় থাকে শান্ত ও দুশ্চিন্তামুক্ত। তাই আসুন আমরা রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। সেজন্য আমরা এ কাজগুলো করতে পারি—

**যাবতীয় কেনাকাটা করে রাখা :** আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ কেনাকাটা করতে অনেক সময় ব্যয় হয়। আমরা সাধারণত দুই ধরনের কেনাকাটা করি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। যেমন : তেল, চাল, ডাল ইত্যাদি পচনশীল দ্রব্যাদি আগেই মজুদ করে নিতে পারি। একত্রে অন্তত এক মাস বা ১৫ দিনের সংরক্ষণ করা যেতে পারে। মাছ-গোশত কিনে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা যায়। অফিসে বা দোকানপাটে যাওয়া-আসার সময় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে নিয়ে আসতে পারি। খেয়াল রাখব, যেন কোনোভাবেই সময় নষ্ট না হয়।

আরেক ধরনের কেনাকাটা হলো—পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার বস্তু যেমন : জুয়েলারি, প্রসাধনী, কসমেটিকস, শো-পিসসহ যাবতীয় গৃহ শোভাবর্ধনকারী সৌখিন জিনিসপত্র। আমরা পারিবারিক মিটিং করে সবার মতামতের ভিত্তিতে সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিতে পারি। এর ফলে কাজগুলো হবে অনেক গোছালো ও পরিপাটি। পারিবারিক সদস্যের চাহিদা, গরিব প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের জন্য একটা চাহিদা ফর্দ তৈরি করে নিতে পারি। তারপর সাশ্রয়ে পাওয়া যায়, এমন শপিংমল থেকে কেনাকাটা করতে পারি। টেইলার্সে বানানোর মতো হলে আগেই অর্ডার দিয়ে রাখা ভালো। অনেকেই রমজান শুরু হওয়ার আগে কেনাকাটা করে। এর ফলে সে এক চিন্তামুক্ত ও ইবাদত উপযোগী রমজান উপভোগ করতে পারে।

**গরিবদের জন্যও বরাদ্দ :** রমজান মাসে প্রায় সবার বাড়িতেই মেহমানদারির আয়োজন করা হয়। আমরা অনেকেই সওয়াবের আশায় মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মুসল্লিদের দাওয়াত দিই। তবে মনে রাখতে হবে, এভাবে বিশাল একটি অনুষ্ঠান করে খাওয়ানোর চেয়ে উত্তম পছন্দ রয়েছে।

আর তা হলো— গরিব মানুষের ঘরে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও পোশাক-আশাক পৌঁছে দেওয়া। এর ফলে প্রকৃত হকদারগণ পাবে এবং তাদের মুখেও ফুটে উঠবে আনন্দের আভা। অধিকাংশ সময় আমরা এমন লোকদের দাওয়াত করে খাওয়াই, যাদের ঘরে খাবারের অভাব নেই। কিন্তু আমাদের সমাজের এমন অনেক পরিবার আছে—যারা সামান্য সেহরি-ইফতার দিয়ে রোজা পালন করে। আমার-আপনার দস্তুরখানে বাহারি খাবার—মাছ-মাংস, ফলমূল, দুধ-কলা ইত্যাদি থাকে। আমরা কি পারি না সামর্থ্যানুযায়ী কয়েকজন গরিব মানুষের আনন্দের কারণ হতে? জায়েদ ইবনে জুহানি (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

‘যে ব্যক্তি রোজাদারকে ইফতার করালো, তারও রোজাদারের ন্যায় সওয়াব হবে; তবে রোজাদারের সওয়াব বা নেকি বিন্দুমাত্র কমানো হবে না।’<sup>৩</sup>

হাদিসে এসেছে, কোনো রোজাদারকে ইফতার করালে রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব আল্লাহ তায়াল্লা তাকে দান করেন। এখানে ইফতার করানো মানে আপনার সাথে বসে ইফতার করাতে হবে এমনটি নয়; বরং কেনাকাটা করে অথবা নগদ টাকা দেওয়া যেতে পারে।

**জাকাতের হিসাব ও প্রস্তুতি :** মুমিনদের জন্য প্রতি এক বছর পরপর জাকাত প্রদান করা ফরজ হয়েছে। এটি ইসলামের মূল স্তম্ভের একটি। জাকাতের বিধান হলো—পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে শতকরা ২.৫০ হারে জাকাত প্রদান করা। সম্পত্তি কোথায় আছে, কার কাছে আছে, কত টাকা ঋণ আছে, কত টাকা বাদ দিয়ে জাকাতের হিসাব করতে হবে ইত্যাদি। একটু সময় সাপেক্ষ বিষয়। ঝামেলা মনে হলে বিজ্ঞ কোনো আলিমের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে। পরামর্শ করার ফলে কাজটি অনেক সহজ মনে হবে। তারপর খাতসমূহ নির্ধারণের মাধ্যমে তালিকাবদ্ধ করে রমজান এলে নির্দিষ্ট হকদারের কাছে পৌঁছে দিতে পারি।

নগদ টাকা ও মূল্যবান যেকোনো জিনিস জাকাত হিসেবে দেওয়া যায়; খাদ্যদ্রব্য বা কাপড়-চোপড়ও হতে পারে জাকাতের উপাদান। গরিব-ইয়াতিম ছাত্রদের জন্য শিক্ষাসামগ্রী-স্বরূপ বইপত্র, ল্যাপটপ বা কম্পিউটার কিনে দেওয়া যেতে পারে। এসব উপাদান জাকাত প্রদান করলে যথেষ্ট সময় দরকার। তাই এ ধরনের কাজগুলো রমজান আসার আগেই করে ফেলা উচিত।

**অন্যান্য কাজ আগেই সম্পন্ন করা :** মানুষের চাহিদা যেহেতু ভিন্ন, তাই সমস্যাগুলোও বৈচিত্র্যময়। ঋণ মেটানো, সাংসারিক ও পারিবারিক ঝামেলা মেটানো, অফিসিয়াল কাজ সমাধান, কারও বাড়িতে যাওয়ার প্রয়োজন ইত্যাদি যথাসম্ভব রমজান মাস আসার আগেই সেরে ফেলা উচিত।

**তারাবির মসজিদ/স্থান নির্ধারণ :** তারাবির নামাজ রমজান মাসের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমল। তাই আমাদের উচিত তারাবি নামাজের স্থান আগেই নির্ধারণ করা। বড়ো ধরনের কোনো সমস্যা না থাকলে অবশ্যই খতম তারাবি পড়ব। যেসব মসজিদে খুব দ্রুতগতিতে

<sup>৩</sup> তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, নাসায়ি

তिलाওয়াত করা হয়, সেখানে না যাওয়াই উত্তম। কেননা, আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে তারতিলের সাথে অর্থাৎ যথাযথভাবে ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً-

‘কুরআন তিলাওয়াত করো তারতিলের সাথে (ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে)।’

যেসব মসজিদে ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে তিলাওয়াত করা হয়, সেখানে যাওয়াই উত্তম। এখন তো আরামের জন্য আমরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মসজিদ খুঁজি।

তারাটিকে আজকাল আমরা তাড়াহুড়োর নামাজ বানিয়ে ফেলেছি। সম্ভব হলে মসজিদে যেন তারাটি আস্তে আস্তে তারতিলের সাথে পড়ে, এজন্য চেষ্টা করব। সম্ভব না হলে দূরে কোথাও চলে যাব, যেখানে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত হয়। আমাদের মধ্যে যারা মসজিদের দায়িত্বশীল আছে, তাদের উচিত সালাতুত তারাবির জন্য আগেভাগেই যোগ্য ইমাম ঠিক করা।

অনেক ব্যবসায়ী খতম মসজিদে যেতে পারেন না, তারা মার্কেটে বা কোনো বাসাবাড়িতে তারাটি পড়েন এবং তারা ১০/১৫ দিনে খতম করে বাকি দিন সূরা তারাটি পড়েন। কারণ, রমজানের শেষ দিকে প্রচণ্ড ব্যস্ততা থাকে তাদের। এটাও ভালো একটি পন্থা।

**সময় পরিকল্পনা :** সময়ের সঠিক পরিকল্পনা না থাকলে সঠিকভাবে কিছুই করা যায় না। তাই আমরা রমজান শুরুর আগে সময়সূচি নির্ধারণ করে নেব। প্রয়োজনে সময়ের পরিকল্পনামতো রুটিন করে টানিয়ে রাখতে পারি।

প্রত্যেক মানুষের পেশা ও কর্মব্যস্ততা অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে। কখন আপনি অফিসে যাবেন, দোকানে বসবেন, কখন বাসায় ফিরবেন, কখন তিলাওয়াত করবেন ইত্যাদি সব পরিকল্পনা করে রাখা চাই। রুটিনের মধ্যে পারতপক্ষে ঘুমানোর সময়টা একটু কমিয়ে রাখা উচিত। কারণ, এ মাসের প্রতিটি ইবাদতের সওয়াব অনেক বেশি; যে সওয়াব অন্য মাসে পাবেন না। পার্থিব কাজের পরিমাণ যতটা কমিয়ে আনা যায়, ততই ভালো। তবে পরিবারের হক আদায়ের বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।

**তিলাওয়াত বিশুদ্ধ করার পরিকল্পনা :** আমাদের প্রায় অনেকেরই কুরআন তিলাওয়াত বিশুদ্ধ নয়। রমজান মাসে এ ধরনের গ্যাপগুলো পূরণ করা সহজ। অনেক মসজিদ ও মাদরাসায় বিশেষ কোর্স চালু হয়। মজুবগুলোতে বয়স্কদের কুরআন শিক্ষা কার্যক্রমও প্রায়শই চোখে পড়ে। যেখানে এ ধরনের কার্যক্রম চালু নেই, সেখানে উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে স্থানীয় মসজিদ কমিটি ও পাড়া-মহল্লার তরুণদের।

রমজান মাসে দিনের বেলায় খাওয়া-দাওয়া করা হয় না বলে ঘর-গৃহস্থালির কাজ অনেক কমে আসে। তাই যাদের তিলাওয়াত বিশুদ্ধ নয়, তারা তিলাওয়াত বিশুদ্ধ করার পরিকল্পনা করতে পারেন। কুরআন নাজিলের মাসে কুরআন বিশুদ্ধ করার চেষ্টাও ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে।

**তরজমা ও তাফসির পড়ার পরিকল্পনা :** আমাদের মধ্যে যাদের কুরআন তিলাওয়াত বিশুদ্ধ, তাদের উচিত চেষ্টা করা কুরআনের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পড়ার। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অনেক তরজমা-তাফসির রয়েছে। তরজমা ও তাফসির বাছাইয়ের জন্য অবশ্যই নির্ভরযোগ্য কোনো আলিমের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া উচিত। নিজে নিজে বাছাই করতে গেলে বিভ্রান্তির আশঙ্কাও আছে। এক্ষেত্রে স্কুল-কলেজে পড়ু যাদের জন্য *মারেফুল কুরআন* সবচেয়ে ভালো। কেননা, এটা বুঝতে ততটা বেগ পেতে হয় না। সময় ও আগ্রহ থাকলে অন্যতম প্রসিদ্ধ *তাফসিরে ইবনে কাসির*ও পড়া যেতে পারে। আমরা কোন তরজমা বা তাফসির পড়ব, তা আগে থেকেই নির্ধারণ করে রাখা উচিত।

**প্রতিদিন কাউকে ইফতার করানো :** আগে আমরা বলেছি, রমজানের আগেই নিজের সাধ্যমতো গরিব মানুষের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। এটা তো অবশ্যই উত্তম। আরেকটা সওয়াবের কাজ হলো—আমরা ইফতারের সময় কোনো মেহমান বা কাউকে আপনার ইফতারের অংশীদার বানাতে পারি। কেননা, রোজাদারকে ইফতার করালে রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়। এটা নিঃসন্দেহে অব্যাহত সুযোগ। তাই অন্তত একজনকে হলেও সাথে নিয়ে ইফতার করার চেষ্টা করব। আরও বেশি সামর্থ্য থাকলে আরও বেশি লোকজনকে ইফতার করানো উচিত। অথবা ইফতার বানিয়ে কারও বাসায় পাঠিয়ে দিলেও সমপরিমাণ সওয়াব হাসিল হবে। এ কাজের জন্য অসহায়, গরিব, মুসাফির, আলিম, আত্মীয়স্বজন ও পড়শিদের মধ্য থেকে যে কাউকেই বেছে নেওয়া যেতে পারে। তবে মুত্তাকি ও দ্বীনদারদের প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করবে।

**বাসায় মহিলাদের সহযোগিতা করা :** রমজানে মহিলাদের রান্নাবান্নার ব্যস্ততা থাকে বেশি। সেহরি ও ইফতার তৈরি করার কাজে তাদের সহযোগিতা করা উচিত। কেননা, এ মাসে আমরা সাধারণত একটু স্পেশালি খাবারের আয়োজন করে থাকি। তাই নারীদের রান্নার কাজে সহযোগিতা করলে তারা অল্প সময়ে রান্নাবান্নার কাজ শেষ করতে পারবে। এর ফলে তারাও হতে পারবে ইবাদতে একটু বেশি মশগুল।

**বিশেষ ফজিলতপূর্ণ ইতেকাফে গুরুত্বারোপ :** রমজানের শেষ দশকে ইতেকাফ করার বিরাট ফজিলত রয়েছে। ইতেকাফে বসতে হলে এখন থেকেই আপনাকে সবকিছু গোছাতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে। নইলে ঝামেলায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিজ এলাকার মসজিদে ইতেকাফ করা উচিত। তবে নিজের শাইখ বা কোনো আলিমের সহবত নেওয়ার জন্য দূরে ইতেকাফ করতে হলেও সমস্যা নেই। ইতেকাফ সম্পর্কে আমাদের মাঝে চরম উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। এ রকম উদাসীনতা কাটিয়ে ইতেকাফের প্রতি গুরুত্বারোপ করা উচিত।

**গুনাহ ও বদভ্যাস পরিত্যাগ :** ভাই! রমজান চলে আসছে, এখনও আপনি গুনাহে লিপ্ত? আগে যা করেছেন, এখনও তা করে যাচ্ছেন? এখন রমজানের ওসিলায় সেগুলো বন্ধ করুন। আগে সিগারেট খেতেন, এখন পরিত্যাগ করুন। নৈতিকতা ধ্বংস করে—এমন নাটক-মুভি দেখতেন,

তা ছেড়ে দিন। নিজেকে বোঝান—এটাই হতে পারে আমার জীবনের শেষ রমজান। গুনাহ ও বদ বদভ্যাসগুলো রমজানের ওসিলায় ছাড়তে পারলে দেখবেন, সারাজীবনের জন্য এগুলো ত্যাগ করা হয়ে গেছে।

**সুনির্দিষ্ট গুনাহ ছাড়ার পরিকল্পনা :** প্রতি রমজানে আপনি এক/দুটি সুনির্দিষ্ট গুনাহ ছাড়ার দৃঢ় সংকল্প করুন। যেমন : আপনি দাড়ি কাটেন। এবার পরিকল্পনা করুন, আমি রমজান উপলক্ষ্যে দাড়ি কাটা বন্ধ করব। আপনি টাখনুর নিচে প্যান্ট পরেন। নিয়ত করুন, আর টাখনুর নিচে পরবেন না। মুখ দিয়ে ফাহেসা কথা বের হয় হরদম কিংবা আপনার রাগ অত্যধিক, কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না। সেক্ষেত্রে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রমজান একটা উত্তম সময়। কারণ, একমাত্র রমজানেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব হয়।

**পরিবারকে নিয়ে পরিকল্পনা :** আপনি নিজে রমজান কীভাবে কাটাবেন, এটার পরিকল্পনা ও রুটিন করলেন; কিন্তু আপনার পরিবারের লোকদের কোনো রুটিন নেই। এমনটা উচিত না। পরিবারের কর্তা হিসেবে আপনার দায়িত্ব সবাইকে দ্বীনের পথে রাখা। আপনার ছেলেমেয়েদেরও রুটিন করে দিন। পরিকল্পনা দিন। সবাইকে একসাথে নিয়ে বসুন। বাচ্চাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিন—প্রতিদিন কে কতটুকু কুরআন পড়বে, কে কী আমল করবে? সবাইকে উদ্ভুদ্ধ করুন, পুরস্কার ঘোষণা করুন। বাচ্চাদের অনেক আবদার থাকে, আপনি বলে দিন—তুমি এ রমজানে এতবার কুরআন খতম করতে পারলে তোমাকে এটা দেবো। মোটকথা শুধু নিজের রুটিন ও পরিকল্পনা নয়; বরং পরিবারের সবার প্রতিই খেয়াল রাখা উচিত।

**১৫. তওবা :** সবচেয়ে বড়ো প্রস্তুতি হলো তওবা। আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে অতীতের সকল গুনাহ স্মরণ করে নিজেকে অপরাধী হিসেবে পেশ করা। আত্মসমালোচনা করে নিজের পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। পূর্বে কৃত গুনাহ থেকে ফিরে আসার ওয়াদা করা। আমরা আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে সুন্দরভাবে একটি রমজান কাটানোর তাওফিক কামনা করতে পারি। আল্লাহ তায়াল্লা তওবা কবুলের জন্য মুখিয়ে থাকেন।